যুগান্তর

তারিখ 12 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পুরনো প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা

# কাউখালী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষকে বোর্ডের শোকজ

**পিরোজপুর ও কাউখালী প্রতিনিধি**

পিরোজপুরের কাউখালী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ভীষণ উদ্বেগে রয়েছে ৩২ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। বুধবার চলতি এইচএসসির রসায়ন প্রথমপত্রে ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে এই শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আগের বছরের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ায় কাউখালী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রসচিব মো. লুৎফর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। তাকে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে এর জবাব দিতে হবে।

বৃহস্পতিবার বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মো. আলমগীর হোসেন স্বাক্ষরিত এ কারণ দর্শানো নোটিশে বলা হয়, কাউখালী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে বুধবার এইচএসসি রসায়ন (তত্ত্বীয়) প্রথমপত্র (১৭৬) বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ২০১৫ সালের সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের ২০১৪ সালের সিলেবাসের প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। বিষয়টি সুষ্ঠু পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনায় ব্যর্থতার শামিল।

নোটিশে পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে কেন তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না সে মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। আগামী চার দিনের মধ্যে কলেজ অধ্যক্ষকে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল ইসলাম কারণ দর্শানো নোটিশের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বরিশাল বোর্ডের কন্ট্রোলার মো. শাহ আলমগীর হোসেন কেন্দ্রসচিবকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়ার বিষয়টি যুগান্তরকে নিশ্চিত করে বলেন, পরীক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে টেবুলেশনের মাধ্যমে (সকল বোর্ডের সম্মিলিত সভায় পরীক্ষার্থীদের কোনো ধরনের সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টি হলে তা সুচারুরূপে দেখভাল করা) পরীক্ষার ফলাফলের এক মাস আগে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শোকজ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

## শোকজ : বোর্ডের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য, কাউখালী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে বুধবার এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগের রসায়ন (তত্ত্বীয়) প্রথম পত্র (বিষয় কোড : ১৭৬) বহু নির্বাচনী পরীক্ষায় স্থানীয় কাউখালী মহাবিদ্যালয়ের ৩২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এ সময় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র যাচাই না করেই ২০১৪ সালের সিলেবাসের অনিয়মিত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে। শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের বিষয়টি বুঝতে না পেরে ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরে। এ নিয়ে তারা এখন বিপাকে রয়েছে।